৩

সংস্কৃতি
Culture

সংস্কৃতি বলতে বোঝায় ঐতিহাসিক ভাবে সৃষ্ট এমন এক প্রতীক ব্যবস্থা যার ভিতর দিয়ে জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান, বিশ্বাস ও ভাবনা তৈরি হয় এবং এর আদান-প্রদান ঘটে। সংস্কৃতি মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগের ভিত্তি। সাধারণভাবে সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মনের সুন্দর রূপ। অনুশীলনে অর্জিত জ্ঞান-বুদ্ধির উৎকর্ষতা সাংস্কৃতিক মানুষ বলতে বুঝি এমন ব্যক্তি যার রয়েছে পরিশীলিত চিন্তা, রুচি এবং আচরণ।

সামাজিক বিজ্ঞান সমূহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রত্যয় হল সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন।তবে সাম্প্রতিককালে সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের প্রবণতা হচ্ছে সংস্কৃতিকে ব্যঞ্জণা ব্যবস্থা বণটভধভথ র্হ্রণব হিসেবে আলোচনা করা। একটি বড় ও জটিল সমাজে বিভিন্ন স্বতন্ত্র শ্রেয়োবোধ ও মূল্যবোধ সম্বলিত বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দল থাকে। কোন কোন গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বলে উপসংস্কৃতি। এই উপসংস্কৃতি যখন আধিপত্যমূলক সংস্কৃতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বা তার আক্রমণের সম্মুখীন হয়, তখন এটি রূপ নেয় বিপরীত সংস্কৃতিতে।

সংস্কৃতির শুরু কখন তা বলা না গেলেও, এটি ঠিক যে, ভাষার ক্রমবর্ধমান বিকাশের াথে সংস্কৃতির বিকাশ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সংস্কৃতির বিকাশে নবীভবন অভভমশর্টধমভ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি সংস্কৃতিতে নতুন কোন চিন্তা, ঘটনা বা কাজের অর্ন্তভুক্তিকে নির্দেশ করে। সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তিতে কোন এলাকায় জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবিষ্কার বা উদ্ভাবনা হলে সহজেই অন্যান্য এলাকায় বিস্তৃত হয়।

এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে সংস্কৃতির ধরনে ভিন্নতা থাকলেও, সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য সকল সংস্কৃতিতেই বিদ্যমান- যেমন, ভাষা, মূল্যবোধ, শ্রেয়োবোধ, অনুমোদন প্রভৃতি। এসবই সংস্কৃতির প্রধান উপাদান। সকল সংস্কৃতিই বিকাশমান ও পরিবর্তনশীল। নৃবিজ্ঞানের পরিসরে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে বোঝার জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয় সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও সংস্কৃতিগ্রহণ- এর উপর। মূলত: এ সকল বিষয় নিয়েই এ ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- পাঠ-১ : সংস্কৃতি, উপসংস্কৃতি, বিপরীত সংস্কৃতি
- পাঠ-২ : সংস্কৃতির বিকাশ
- পাঠ-৩ : সংস্কৃতির উপাদান
- পাঠ-৪ : সংস্কৃতির পরিবর্তন

পাঠ-১

সংস্কৃতি, উপসংস্কৃতি, বিপরীত সংস্কৃতি
Culture, Sub-culture, Counter Culture

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সংস্কৃতির ধারণা*
- *সংস্কৃতির সংজ্ঞা*
- *উপসংস্কৃতি ও বিপরীত সংস্কৃতির ধারণা*

ভূমিকা

সংস্কৃতি প্রত্যয়টি অনিবার্যভাবে বিতর্কিত। সংস্কৃতিকে বোঝা হয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্নভাবে। সাধারণভাবে সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি পরিশীলিত চিন্তা; রুচি এবংআচরণ। এর সঙ্গে যুক্ত ক্রমাগত অভ্যাস বা অনুশীলনের দ্বারা অর্জিত মনের উৎকর্ষতা। সমাজ ও নৃবিজ্ঞানীরাও একে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন। সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে অনুধাবন করতে না পারলে সমাজ ও সমাজের কোন আলোচনা বা পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সমাজ ও সংস্কৃতি একই সাথে যুক্ত বলে এরা অবিচ্ছেদ্য।

ইংরেজি কালচার শব্দটির উৎপত্তি অতীত কাল সূচক লাতিন ক্রিয়াপদ Colere থেকে যার অর্থ চাষ করা। শব্দটির বর্তমান ব্যবহার মধ্যযুগের ফরাসী এবং মধ্য ইংরেজি (১১০০-১৪৫০) থেকে। মধ্য ইংরেজিতে Culture শব্দটির অর্থ ছিল কর্ষিত ভূমি খন্ড। আধুনিক অর্থে প্রত্যয়টির বিকাশ ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মধ্যে। এই কালপর্বে সংস্কৃতি চারটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে।

১. 'মানব হৃদয়ের সাধারণ অবস্থা অথবা অভ্যাস' ধারণাটি যুক্ত ছিল মানুষ সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা অর্জনে সক্ষম এই বিশ্বাসের সাথে।

২. সামগ্রিক কোন সমাজের বৌদ্ধিক এবং নৈতিক উন্নয়নের সাধারণ রূপ।

৩. কোন সমাজের সমগ্র জীবনধারা– তার বস্তুজাত, বৌদ্ধিক এবং আত্মিক রূপ।

৪. সংস্কৃতি হচ্ছে মানব প্রকৃতির আদর্শরূপকে অর্জন করার সচেতন, কঠিন এবং দীর্ঘ প্রচেষ্টা।

নৃতাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এ প্রত্যয়টির প্রথম ব্যবহার করেন ১৮৪৩ সালে জার্মানীর গুষ্টাভ খেলম Gustav Khelm। ১৮৭১ সালে নৃবিজ্ঞানী ই.বি টাইলর E.B. Tylor স্বীকৃত নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞাটি প্রদান করেন।

সংজ্ঞা

নৃবিজ্ঞানী এ.এল. ক্রোবার A.L. Kroeber ও ক্লাইড ক্লুকন Clyde Kluckhohn ১৯৫২ সালে সংস্কৃতির ১৬৪টি সংজ্ঞা লক্ষ্য করেন। আমাদের সাধারণ ব্যবহারে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উৎকর্ষতার অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করি।

আধুনিক সমাজ ও নৃবিজ্ঞানে দু'টি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়েছে। নৃবিজ্ঞানী ই.বি. টাইলরের মতে, *"Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and other capabilities acquired by man as a member of society."*

জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইন-কানুন এবং অনুশীলন ও অভ্যাস, যা মানুষ কোন এক সমাজের পরিবেশে আয়ও করে, সেসব কিছুই সে সমাজের সংস্কৃতি। সংজ্ঞাটির মূল বক্তব্য হচ্ছে সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষ যে সব দক্ষতা বা নৈপুন্য অর্জন করে তাই সংস্কৃতি।

সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির সংজ্ঞাকে ট্যালকট পার্সনস্ তুলে ধরেছেন তাঁর স্বভাবসুলভ জটিলতায়। "Culture---- consists in patterned ordered systems of symbols which are objects of orientation of action, internalized components of the personalities of individual actors and institutionalized pattern of social system." সমাজবিজ্ঞানে পার্সনস্-এর প্রবল প্রভাবের জন্য সংস্কৃতিকে প্রধানত: প্রতীকি ব্যবস্থা হিসাবে দেখা হয়েছে।

ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী এন্থনি গিডেন্স Anthony Giddens (১৯৯৩) সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান মূল্যবোধ ও শ্রেয়োবোধ এবং বস্তুগত দ্রব্যকে।

সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতির আলাদা কোন ধারণা আছে বলে এখন আর মনে করা হয় না। Collins Dictionary of English Language (১৯৭৯) -এ সংস্কৃতির প্রথম যে দু'টি অর্থ উল্লেখ করা হয় তা এই পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।

১. ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের সমগ্র যা সামাজিক কর্মের সাধারণ ভিত্তি গঠন করে The total of the inherited ideas, believes, values and knowledge, which constitute the shared bases of social action ।

২. সাধারণ ঐতিহ্যে আবদ্ধ কোন গোষ্ঠীবদ্ধ জনসমষ্টির কার্যাবলী ও চিন্ড়ার সামগ্রিকক্ষেত্র, যা ঐ গোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা পরিবাহিত ও শক্তিশালী হয়: যেমন, মায়াদের সংস্কৃতি The total range of activities and ideas of a group of people with shared traditions, which are transmitted and reinforced by members of the group: the Mayon Culture.

সমাজবিজ্ঞানের মূল ধারার মধ্যে সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও দু'টি বিষয় আলোচনার অপেক্ষা রাখে। প্রথমটি হচ্ছে সংস্কৃতির অন্তর্গত বিভাজন। সংস্কৃতিকে কয়েকটি অংশে বিভাজিত করে দেখা যায়।

- ❒ উঁচু সংস্কৃতি : প্রধানত: জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক সংস্কৃতি
- ❒ জনপ্রিয় সংস্কৃতি : প্রধানত: গণমাধ্যমভিত্তিক সংস্কৃতি যা প্রায় একই রূপে বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায় এবং তাদের চিন্তা এবং বিশ্বাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে অনেক সময় মাসকালচার বা গণসংস্কৃতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। মাসকালচার বা গণসংস্কৃতিতে রুচির অবনতি ঘটে-সরল, উপভোগ্য এবং নৃশংস বিষয় এখানে প্রাধান্য পায়।

- লোক সংস্কৃতি : লোক সংস্কৃতি বলতে বোঝায় গ্রামীণ বা কৃষকের সংস্কৃতি যেখানে ধর্ম, ঐন্দ্রজালিকতা এবং জ্ঞাতি-সম্পর্ককে কেন্দ্র করে প্রধানত: নির্মিত হয় প্রতীকি ভুবন।

উপসংস্কৃতি Sub Culture

সমাজবিজ্ঞানে দ্বিতীয় আলোচিত বিষয় হচ্ছে উপসংস্কৃতি বা সাব-কালচার। উপসংস্কৃতি বলতে বোঝায় সমাজের কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ এবং অনুশীলন যা বৃহত্তর সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। যে কোন জটিল সমাজে অনেক ধরনের উপসংস্কৃতি বিরাজ করে। উপসংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে পেশা বা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে- সামরিক বাহিনী বা চিকিৎসা বিদ্যায়, নরগোষ্ঠীগত বা এথনিক গোষ্ঠীর মধ্যে উপসংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যেও তা বিরাজ করে। অঞ্চলভিত্তিতেও উপসংস্কৃতি গড়ে উঠে। আমেরিকায় যেমন বিভিন্ন দেশ থেকে স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অনেক বৈশিষ্ট্য টিকে থাকে এবং ফলে তাদের সংস্কৃতিকেও উপসংস্কৃতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

সমাজবিজ্ঞানে অবশ্য উপসংস্কৃতির প্রধান ব্যবহার বিচ্যুতিমূলক বা অপরাধমূলক ব্যবহারের ক্ষেত্রে। গুল্ডনার Gouldner -এর উপমা ব্যবহার করে বলা যায় উপসংস্কৃতি এক শীতল বিশ্বের পরিচায়ক যেখানে বাস করে "হাল ফ্যাসনের গান পাগল মানুষ, নেশাগ্রস্থ, জাজসঙ্গীতজ্ঞ, ট্র্যাক্সি-ড্রাইভার, পতিতা, রাতের মানুষ, ভাসমান লোকজন, বস্তীবাসী .....।" এর সাথে যুক্ত নানা ধরনের অপরাধীরা। উপসংস্কৃতির সাথে একটি ঋণাত্মকবোধ যুক্ত থাকায় অন্যান্য ক্ষেত্রে (অর্থাৎ বিচ্যুতিমূলক আচরণের বাইরে) প্রত্যয়টির ব্যবহার খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় নগরের দরিদ্রদের মধ্যে অস্কার লুইস Oscar Lewis যে বিশেষ সংস্কৃতি লক্ষ্য করেছেন তা উপসংস্কৃতি। কিন্তু তিনি তাকে চিহ্নিত করেছেন 'দারিদ্র্যের সংস্কৃতি' হিসাবে ।

বিপরীত সংস্কৃতি Counter culture

Oxford Dictionary of Sociology অনুযায়ী উপসংস্কৃতি যখন সংস্কৃতির বিরোধিতা করে তার প্রধান মূল্যবোধ এবং নীতিমালাকে বাতিল করে তার বিপরীত মূল্যবোধ, নীতিবোধ এবং জীবনাচরণকে গ্রহণ করে তখন তাকে বিপরীত সংস্কৃতি বলে। ইউরোপ ও আমেরিকায় ১৯৬৮ সালের ছাত্র আন্দোলন, হিপ্পী আন্দোলন এবং পরিবেশবাদী সবুজ আন্দোলন বিপরীত সংস্কৃতির উদাহরণ।

সারাংশ

সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রত্যয় সমূহের মধ্যে সংস্কৃতি প্রত্যয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতির আলোচনায় আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে দু'টি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়েছে। নৃবিজ্ঞানী ই.বি. টাইলরের মতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইন-কানুন এবং অনুশীলন ও অভ্যাস, যেসব মানুষ কোন এক সমাজের পরিবেশে আয়ত্ত করে, সে সব কিছুই ঐ সমাজের সংস্কৃতি। পক্ষান্তরে, সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতিকে প্রধানত: প্রতীকী ব্যবস্থা হিসাবে দেখা হয়। সমাজবিজ্ঞানী গিডেন্স সংস্কৃতিকে

দেখছেন গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান মূল্যবোধ, শ্রেয়োবোধ এবং বস্তুগত দ্রব্যকে। সংস্কৃতির পাশাপাশি উপসংস্কৃতি ও বিপরীত সংস্কৃতিও থাকতে পারে। বড় ও জটিল সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন দলের শ্রেয়োবোধ ও মূল্যবোধ সমন্বিত স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য উপসংস্কৃতি নামে পরিচিত। আবার এই উপসংস্কৃতি যখন আধিপত্যপূর্ণ সংস্কৃতির সাথে বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয় তখন ঐ উপসংস্কৃতিই হল বিপরীত সংস্কৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. 'Culture' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ থেকে এসেছে?

ক. ইংরেজি　　খ. জার্মানী

গ. ফরাসী　　ঘ. ল্যাটিন

২. 'সংস্কৃতি' শব্দটির অর্থ কি?

ক. রুচিশীল কর্ম　　খ. ভূমি চাষ

গ. সৌন্দর্য প্রীতি　　ঘ. কোনটিই নয়

৩. পশ্চিমে প্রতি-সংস্কৃতির জোয়ার কখন থেকে শুরু হয় ?

ক. ১৯৫০ সালে　　খ. ১৯৬০ সালে

গ. ১৯৭০ সালে　　ঘ. ১৯৮০ সালে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সংস্কৃতি কি ?

২. সামাজিক বিজ্ঞানে সংস্কৃতি পাঠ গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সংস্কৃতি, উপসংস্কৃতি ও বিপরীত সংস্কৃতি বলতে কি বোঝেন ? আলোচনা করুন।

২. "সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রত্যয় সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রত্যয় হচ্ছে সংস্কৃতি"–সংস্কৃতির সংজ্ঞাসহ উক্তিটি আলোচনা করুন।

পাঠ-২

সংস্কৃতির বিকাশ
Development of Culture

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সংস্কৃতির বিকাশের ধরন*
- *সংস্কৃতির বিকাশে নবীভবন ও ব্যাপ্তির তাৎপর্য*

ভূমিকা

সংস্কৃতির শুরু কখন তা বলা এখনও সম্ভব নয়, কেননা আদিম মানুষের সংস্কৃতির নমুনা আমরা খুব বেশি পাইনি। সাংস্কৃতির বিকাশ ভাষার ক্রমবর্ধমান বিকাশের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। প্রাগৈতিহাসিক কালে সংস্কৃতির বিকাশের নজীর আমরা প্রধানত: পাই বস্তুগত সংস্কৃতির ভিতর। Australopithecus Africanus নামক প্রজাতি থেকে আমরা হাতিয়ার ব্যবহারের নমুনা পাই। অন্তত: এই সময় থেকে মানুষের জৈবিক বিবর্তন একই সাথে জৈবিক এবং সাংস্কৃতিক যা পরবর্তীকালে শুধু সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হিসাবে রূপ গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়া শুরু হয় অন্তত ৫০ লক্ষ বছর আগে। প্রথম পাথরের হাতিয়ার ব্যবহারের নজীর পাওয়া যায় পাঁচ থেকে ছয় লাখ বছর আগে। মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখেছিল সম্ভবত: দু'থেকে তিন লাখ বছর আগে। যদিও প্রাগৈতিহাসিক কাল সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট, তবুও বলতে পারি যে ৫০,০০০ বছর আগে মানুষ এক ধরনের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করছিল। পাথর থেকে তৈরি হয়ে গিয়েছিল হাতিয়ার, মানুষ শীত থেকে বাঁচার জন্য তৈরি করেছিল বস্ত্র এবং আশ্রয়ের জন্য নির্মাণ করেছিল বাসস্থান।

নিয়ান্ডারকাল যুগে মানুষকে কবর দেওয়া শুরু হয়েছিল। এর পাশাপাশি শুরু হয়েছিল ভাল্লুককে কবর দেওয়ার রীতি যা থেকে বোঝা যায় ধর্ম বিকশিত হতে শুরু করেছিল। সংস্কৃতির বিকাশ দ্রুত হয় যখন মানুষ স্থায়ী কৃষি জীবন শুরু করে। পুরানতত্ত্ববিদরা ১৪,০০০ থেকে ৯,০০০ বছরের সময়কালকে কৃষি বিপ্লবের সময় বলেছেন। ১৫,০০০ বছর আগে তুরস্ক, সিরিয়া এবং ইরাকে স্থায়ী বাসিন্দারা বুনো গম আহরণ করেছিল। এর কিছু পরেই খাদ্য শস্য উৎপাদন শুরু হয়।

কৃষি বিপ্লবের পাশাপাশি সৃষ্টি হয় পুরাণবিদ গর্ডন চাইল্ড যাকে বলেছেন নগরের বিপ্লব Urban Revolution। আমরা প্রথম নগরের ধ্বংসাবশেষ পাই প্রাচীন ইরাকের জেরিকো নামক শহরে এখন থেকে প্রায় ৯,০০০ বছর আগে। এখানে বাস করত দু'হাজার লোক এবং বাড়ি গুলো তৈরি হয়েছিল পোড়া মাটি এবং নল-খাগড়া দিয়ে।

এভাবেই প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল যা আধুনিক কালে বিস্ময়কর দ্রুত গতি অর্জন করেছে।

গুহাচিত্র

১৮৮০ সালে স্পেনের আলতামিরা গুহায় আবিস্কৃত হয়েছিল এক চমৎকার গুহাচিত্র। গুহাচিত্রটি ছিল পুরনো প্রস্তর যুগের। ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে নানা ধরনের গুহাচিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই গুহাচিত্র ৩২,০০০ থেকে ১১,০০০ বছরের পুরনো। এগুলো মানুষের আঁকা প্রথম ছবি যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এই ছবিগুলো হাড়ে, গুহার দেয়ালে, পাথরে আঁকা ছবি। এই গুহাচিত্রগুলো সংখ্যায় অনেক এবং এখনও পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৯৫ সালে দক্ষিন-পূর্ব ফ্রান্সের Chauvet গুহায় পাওয়া ছবিগুলো বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এর এক বছর আগের পর্তুগালে ২০,০০০ বছর আগের একহাজার প্রস্তর চিত্র পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে গুহাচিত্রগুলো বিক্ষিপ্তভাবে আঁকা ছবি নয়, এ গুলো সুবিন্যস্ড় প্রতীক। গুহাচিত্র যাদুর সাথে যুক্ত মনে করা হলেও, এর সত্যিকার উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য আমাদের কাছে এখনও অজ্ঞাত।

নবীভবন Innovation

সংস্কৃতির বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নবীভবন। সংস্কৃতিতে নতুন কোন চিন্তা, ঘটনা বা কাজের অন্তর্ভূক্তিকে সংস্কৃতির নবীভবন বলা যায়। সংস্কৃতির নবীভবনের দু'টি রূপ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে আবিষ্কার Discovery এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে উদ্ভাবনা invention। আবিষ্কার হচ্ছে এমন কিছু যা ছিল, কিন্তু প্রথম জানা গেল। শনির নতুন চাঁদ খুঁজে পাওয়া বা কলম্বাসের আমেরিকায় অবতরণ হল আবিষ্কার।

বিরাজমান বস্তু বা কাজের মধ্যে পরিবর্তন এনে তাৎপর্যপূর্ণ অভিনবত্ব সৃষ্টি হচ্ছে উদ্ভাবনা। বিরাজমান বস্তু, কাজ বা আচরণে পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংমিশ্রনের ফলে উদ্ভাবনা ঘটে। মোটর গাড়ি, টেলিভিশন, গণতন্ত্র সবই উদ্ভাবনা।

আদিম সমাজে উদ্ভাবনা খুব কম। মানব ইতিহাসের অধিকাংশ উদ্ভাবনা ঘটেছে গত ৫০০ বছরে। উদ্ভাবনার হার ক্রমাগত বেড়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়কে বলা যায় উদ্ভাবনার সময়। সংস্কৃতির মধ্যে চলছে অন্তহীন উদ্ভাবনা।

ব্যাপ্তি Diffusion

সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের জন্য আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোন এলাকার কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবিষ্কার বা উদ্ভাবনা হলে তা সহজে অন্যান্য এলাকায় বিস্তৃত হয়ে যায়।

কার্পাস চাষ শুরু হয়েছিল প্রথমে ভারতে এবং রেশম চীনে। কিন্তু এটি দিয়ে যে প্রক্রিয়ায় কাপড় তৈরি হয় তার উদ্ভাবনা হয়েছিল নিকট প্রাচ্যে। আমরা যে সাবান ব্যবহার করি তার উদ্ভাবনা প্রাচীন গল [ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের প্রাচীন অধিবাসীদের গল বলা হয়] থেকে ক্রমশ: ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত বিশ্বে। সাংস্কৃতিক বিস্তার এখন বিস্ময়করভাবে দ্রুত। স্যাটেলাইট টিভি বা কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার আমাদেরকে প্রভাবিত করছে ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা, বিনোদন প্রভৃতি বিভিন্ন দৈনন্দিন ও আবশ্যকীয় কাজে-কর্মে। বর্তমান প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য বিকাশ, বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক বিস্তার প্রচন্ড গতিতে ঘটছে। সমাজবিজ্ঞানীরা ব্যাপ্তি প্রত্যয়টিকে দেখেন এমন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে যেখানে পশ্চিমের সংস্কৃতি উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছে।

সারাংশ

আদিম মানুষের প্রাপ্ত সংস্কৃতির নমুনার স্বল্পতার কারণে সংস্কৃতির শুরু কখন তা বলা সম্ভব নয়। তবে Australopithecus Africanus নামক প্রজাতির সময়কাল থেকে মানুষের জৈবিক বিবর্তন একই সাথে জৈবিক ও সাংস্কৃতিক যা পরবর্তীতে শুধু সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হিসাবে লক্ষ্যণীয়। পাথরের হাতিয়ার ব্যবহারের নজীর পাওয়া যায় পাঁচ থেকে ছয় লাখ বছর আগে। আর আগুনের ব্যবহার মানুষ শিখেছিল সম্ভবত: দু'থেকে তিন লাখ বছর আগে। একথা বলা যায় প্রায় ৫০,০০০ বছর আগে মানুষ এক ধরনের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করছিল। তখন পাথর থেকে তৈরি হয়েছিল হাতিয়ার, শীত থেকে বাঁচার জন্য বস্ত্র এবং আশ্রয়ের জন্য বাসস্থান। সংস্কৃতির বিকাশ দ্রুত হয় মানুষের স্থায়ী কৃষি জীবন শুরুর মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে পুরাণতত্ত্ববিদরা ১৪,০০০ থেকে ৯,০০০ বছরের সময়কালকে অভিহিত করেছেন কৃষি বিপ্লবের সময় বলে। কৃষি বিপ্লবের পাশাপাশি উদ্ভব হয় শহরের। গর্ডন চাইল্ড নগরের বিকাশকে বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেন। এভাবে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল যা আধুনিক কালে বিস্ময়কর দ্রুত গতি লাভ করেছে।

সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নবীভবন যা সংস্কৃতিতে নতুন চিন্তা, ঘটনা বা কাজের অন্তর্ভুক্তিকে নির্দেশ করে। সংস্কৃতির নবীভবনে আবিষ্কার ও উদ্ভাবন নামক দু'টি রূপ বিদ্যমান। প্রথম জানা গেল এমন কিছু হল আবিষ্কার আর বিরাজমান বস্তু বা কাজের মধ্যে পরিবর্তন এনে তাৎপর্যপূর্ণ অভিনবত্ব সৃষ্টি হচ্ছে উদ্ভাবনা। কোন এলাকার কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবিষ্কার বা উদ্ভাবনা হলে তা সহজেই অন্যান্য এলাকায় বিস্তৃত হয়। আর এ প্রক্রিয়াটি হল সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি বা বিস্তার। সাংস্কৃতিক বিস্তার বর্তমানে বিস্ময়করভাবে দ্রুত। সম্প্রতি প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য বিকাশ, বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক বিস্তার প্রচন্ড গতিতে ঘটে চলছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আজ থেকে কত বছর আগে প্রথম পাথরের ব্যবহার পাওয়া যায় ?

ক. ২-৩ লক্ষ খ. ৩-৪ লক্ষ

গ. ৫-১০ লক্ষ ঘ. ১১-১৫ লক্ষ

২. নগরের বিকাশকে কে বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেন?

ক. ডি.ডি. গোস্বামী খ. গর্ডন চাইল্ড

গ. রাম কৃষ্ণ মুখার্জী ঘ. উষা পাটনায়েক

৩. বিরাজমান বস্তু বা কাজের মধ্যে পরিবর্তন এনে তাৎপর্যপূর্ণ অভিনবত্ব সৃষ্টিকে বলে-

ক. আবিষ্কার খ. রূপান্তর

গ. উদ্ভাবন ঘ. খ ও গ উভয়ই

৪. কার্পাস চাষ প্রথমে কোথায় শুরু হয়েছিল?

ক. চীনে খ. রাশিয়ায়

গ. ইরাকে ঘ. ভারতে

৫. সমাজবিজ্ঞানীরা নিচের কোন প্রত্যয়টি দেখেন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে যেখানে পশ্চিমের সংস্কৃতি উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছে?

ক. নবীভবন খ. ব্যাপ্তি

গ. নবীভবন ও বিস্তার ঘ. উপরের কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সংস্কৃতির নবীভবনে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা বলতে কি বোঝায় ?

২. সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তিকে সমাজবিজ্ঞানীরা কিভাবে দেখেন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সংস্কৃতিক বিকাশ কিভাবে ঘটে? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. সাংস্কৃতিক নবীভবন ও বিস্তার বলতে কি বোঝেন? সংস্কৃতির বিকাশে নবীভবন ও ব্যাপ্তির তাৎপর্য উল্লেখ করুন।

পাঠ-৩

সংস্কৃতির উপাদান
Elements of Culture- Language, Norms, Sanctions and Values

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *ভাষার ধারণা*
- *শ্রেয়োবোধের সংজ্ঞা*
- *অনুমোদনের প্রকৃতি*
- *মূল্যবোধের সংজ্ঞা*

ভূমিকা

যদিও সংস্কৃতির ধরন এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে ভিন্নতর, তবুও সকল সংস্কৃতিরই কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।জর্জ মার্ডক George Murdock ১৯৪৫ সালে সংস্কৃতির ৬০টি সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে তালিকাবদ্ধ করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল, খেলা-ধুলা, নিকটাত্মীয়ের সাথে যৌনচর্চা পরিহার, উপহার প্রদান এবং অন্যান্য। সকল সংস্কৃতিতেই কিছু প্রধান উপাদান রয়েছে- যেমন, ভাষা, শ্রেয়োবোধ, অনুমোদন, মূল্যবোধ প্রভৃতি। সংস্কৃতি প্রধানত: প্রতীক, প্রতীকীগত আচরণ এবং বস্তুগত জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ভাষা Language

আমাদের প্রতীকী ব্যবস্থার একটি বড় অংশকে নির্দেশ করে ভাষা। সুনির্দিষ্ট ও অনিয়ন্ত্রিত অর্থযুক্ত মৌখিক ও লিখিত মাত্রা বা চিহ্নের সামাজিকভাবে গঠনকৃত ব্যবস্থাই হচ্ছে ভাষা। ভাষা সমাজস্থ সদস্যদেরকে একে অপরের সাথে যোগাযোগ, জ্ঞান এবং অতীত প্রজন্মের অভিজ্ঞতা সংরক্ষণে অনুমোদন দেয়। ভাষাকে সংস্কৃতির সংরক্ষণাধার বলা হয়। ভাষা আমরা কেবল অন্যের সাথেই ব্যবহার করিনা, যখন একা থাকি তখনও ব্যবহার করি।নির্দিষ্ট ভাষাগুলো ভিন্ন হলেও, ভাষা হচ্ছে প্রতিটি সংস্কৃতির ভিত্তি। সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে অর্থ ও প্রতীকী প্রকাশের বিমূর্ত ব্যবস্থাই হচ্ছে ভাষা। বক্তব্য, লিখিত চরিত্র, সংখ্যা, প্রতীক এবং অমৌখিক যোগাযোগের ইশারা-ইঙ্গিত ভাষার অন্তর্ভুক্ত।

শ্রেয়োবোধ Norms

অংশীদারযুক্ত আচরণের নিয়মই হচ্ছে শ্রেয়োবোধ। সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমরা কি করবো বা কি করবো না তা এটি নির্দেশ করে। শ্রেয়োবোধ শিশুদের খেলা-ধুলার নিয়ম-কানুন থেকে নিকট-আত্মীয়ের সাথে নিষিদ্ধ যৌনচর্চা ও আইনের মাঝে ব্যাপ্ত। সমাজ-প্রতিষ্ঠিত আদর্শগত আচরণই হচ্ছে শ্রেয়োবোধ। সমাজবিজ্ঞানীরা শ্রেয়োবোধকে দু'ভাবে আলাদা করেছেন।

প্রথমত: শ্রেয়োবোধ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক– এ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেয়োবোধ সাধারণত লিখিত আকারে থাকে এবং তা পালনে ব্যর্থতার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। পক্ষান্তরে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রেয়োবোধ সাধারণত বোঝার ব্যাপার, কিন্তু যথাযথভাবে লিপিবদ্ধকৃত নয়। শালীন কাপড়-চোপড় পরিধান অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রেয়োবোধের একটি উদাহরণ।

দ্বিতীয়ত: সমাজে শ্রেয়োবোধের আপেক্ষিক গুরুত্বের দ্বারাও শ্রেণীবিভাগ করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় শ্রেণীবিভাগকৃত শ্রেয়োবোধ লোকাচার mores ও লোককথা folkways নামে পরিচিত। এ প্রত্যয়টি অবশ্য এখন আর ব্যবহৃত হয় না।

অনুমোদন Sanction

অনুমোদন হচ্ছে সামাজিকভাবে আরোপিত পুরস্কার এবং শাস্তি যার দ্বারা জনগণ শ্রেয়োবোধ পালনে উৎসাহী হয়। অনুমোদন প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক–দুই-ই হতে পারে। কোন শ্রেয়োবোধের অনুসরণ 'হ্যাঁ'– অনুমোদনকে প্রতিনিধিত্ব করে যেমন, বেতন বৃদ্ধি, পদক প্রদান, কৃতজ্ঞতা স্বীকার। জরিমানা, হুমকি প্রদান, কারাবুদ্ধকরণ ইত্যাদি 'না'– অনুমোদনের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রেয়োবোধ	অনুমোদন	
	হ্যাঁ	না
প্রাতিষ্ঠানিক	বেতন-বোনাস	অবনতি
	প্রশংসাগত নৈশভোজ	চাকুরীচ্যুতি
	পদক	কারাবাস
	ডিপ্লোমা	বহিস্কার
অপ্রাতিষ্ঠানিক	মৃদু হাসি	ভ্রুকুটি
	শুভেচ্ছা	অবমাননা
	উল্লাস	সমাজ বিচ্ছিন্নতা

মূল্যবোধ Values

মূল্যবোধ হচ্ছে সামাজিক আচরণের রূপের ধারণা। সমাজে মানুষের যা কিছু করা উচিৎ, যা কিছু মঙ্গলজনক মনে করে তার আদর্শ রূপই হচ্ছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ নির্দেশ করে কোন সংস্কৃতিতে জনগণ কোনটি পছন্দ করে, একই সাথে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ও নৈতিকভাবে সঠিক মনে করে। মূল্যবোধ সুনির্দিষ্ট হতে পারে। যেমন, পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করা।

মূল্যবোধ জনগণের আচরণকে প্রভাবিত করে এবং অন্যের কর্মের পর্যালোচনার মাত্রা হিসাবে কাজ করে। কোন সংস্কৃতির মূল্যবোধ, শ্রেয়োবোধ ও অনুমোদনের সাথে প্রায়ই প্রত্যক্ষ সম্পর্ক লক্ষ্যণীয়।

সমাজের মানুষ যা কিছু কাঙ্খিখত যথাযথ এবং মঙ্গলময় মনে করে তার বিমূর্ত রূপই হচ্ছে মূল্যবোধ (জেনডেন, ১৯৯০)।

ইকুয়েডরের একটি গ্রামে দেখা যায় কৃষকরা তাদের মারাত্মক অসুস্থ শিশুদের চিকিৎসার্থে হাসপাতালে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। কারণ তারা ক্যাথলিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী যে, যদি শিশু মারা যায় তবে সে ঐশ্বরিক করুণায় সঞ্জীবিত হয়ে স্বর্গে গমন করে এবং ঈশ্বরের একজন দেবদূতে পরিণত হয়। একটি শিশুর মৃত্যু ছিল সেখানে উৎসব পালনের বিষয়।

সারাংশ

সমাজভেদে সংস্কৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও, কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য সকল সংস্কৃতিতেই লক্ষ্যণীয়। কেননা, সংস্কৃতির মৌলিক কাঠামো সর্বজনীন। ভাষা, শ্রেয়োবোধ, অনুমোদন এবং মূল্যবোধ ইত্যাদি হল সকল সংস্কৃতিরই প্রধান কিছু উপাদান। সুনির্দিষ্ট ও অনিয়ন্ত্রিত মৌখিক ও লিখিত মাত্রা বা চিহ্নের সামাজিকভাবে গঠনকৃত ব্যবস্থাই হচ্ছে ভাষা। এটি আমাদের প্রতীকী কর্মের একটি বড় অংশকে নির্দেশ করে। শ্রেয়োবোধ হচ্ছে অংশীদারযুক্ত আচরণের নিয়ম যা সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমরা কি করবো বা কি করবো না তা নির্দেশ করে। শ্রেয়োবোধ আবার প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক এ দু'রকম হয়ে থাকে। অনুমোদন বলতে সামাজিকভাবে আরোপিত পুরস্কার এবং শাস্তিকে বোঝায় যার ফলে জনগণ শ্রেয়োবোধ পালনে উৎসাহী হয়। শ্রেয়োবোধের ন্যায় এটিও প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক হতে পারে। আর মূল্যবোধ হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত, যথার্থ ও মঙ্গলের বিমূর্ত চিন্তা যেখানে সমাজের অধিকাংশ সদস্য অংশীদার হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. জর্জ মার্ডক সংস্কৃতির কয়টি সাধারণ বৈশিষ্ট্য তালিকাবদ্ধ করেছিলেন?

ক. ৫০টি　　খ. ৬০টি

গ. ৭০টি　　ঘ. ৭৫টি

২. সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমরা কি করবো বা কি করবো না– তা কে নির্দেশ করে?

ক. মূল্যবোধ　　খ. শ্রেয়োবোধ

গ. অনুমোদন　　ঘ. সবগুলো

৩. নিচের কোনটি 'হ্যাঁ' অনুমোদনকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. বেতন বৃদ্ধি　　খ. অবনতি

গ. বহিস্কার　　ঘ. চাকুরিচ্যুত

৪. পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করা কিসের উদাহরণ?

ক. শ্রেয়োবোধ　　খ. মূল্যবোধ

গ. অনুমোদন　　ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৫. সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে অর্থ ও প্রতীকী প্রকাশের বিমূর্ত ব্যবস্থা কি?

ক. অনুমোদন　　খ. মূল্যবোধ

গ. ভাষা　　ঘ. উপরের সবগুলো

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভাষাকে সংস্কৃতির সংরক্ষণাধার বলা হয় কেন ?

২. সমাজবিজ্ঞানীরা শ্রেয়োবোধকে কিভাবে আলাদা করে থাকেন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সংস্কৃতির উপাদানগুলো কি কি? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. শ্রেয়োবোধ, মূল্যবোধ ও অনুমোদন বলতে কি বোঝায়? আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

সাংস্কৃতিক পরিবর্তন
Cultural Change

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারণা*
- *সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও সংস্কৃতি গ্রহণ*

ভূমিকা

সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কিছু ধারণা সংস্কৃতির বিকাশের আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে। সব সংস্কৃতি বিকাশমান, সব সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। ইউনেস্কোর উদ্যোগে প্রকাশিত সামাজিক বিজ্ঞান অভিধানে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বলতে বোঝানো হয়েছে সময়ের সাথে সাথে সংস্কৃতির যে পরিবর্তন হয় তাকে।".... Cultural change may be defined as the modification of culture through time." সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয়টি ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত নৃবিজ্ঞানীরা চর্চা করতেন। পরে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে একই সাথে সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়। সম্প্রতি গণমাধ্যম, ইন্টারনেট প্রভৃতি তথ্য মাধ্যম বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানীরা নতুন করে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রতি আকর্ষিত হয়েছেন।

নৃবিজ্ঞানের পরিসরে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বোঝার জন্য দু'টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।প্রথমটি হচ্ছে সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংস্কৃতি-গ্রহণ Acculturation। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয়টিকে বোঝার জন্য নৃবিজ্ঞানী সালিনস্ M. Shalins এবং সার্ভিস E. G. Service ১৯৬০ সালে Evolution and Culture নামক গ্রন্থে বহুমুখী বিবর্তন Multilineal Evolution-এর ধারণা তুলে ধরেন। তাঁরা মনে করেন সংস্কৃতির বিকাশ একরৈখিক নয়। অর্থাৎ সংস্কৃতি সর্বজনীন পর্বের ভিতর দিয়ে বিকাশ লাভ করেনা। সংস্কৃতির বিকাশ অনেক বেশি জটিল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। তবে সংস্কৃতি বিকাশের মধ্যে বিন্যাস এবং নিয়ম কাজ করে। সংস্কৃতির বিকাশের মধ্যে বিবর্তনের ধারাকে চিহ্নিত করা যায়।

নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতি-গ্রহণ নিয়ে সবচেয়ে বেশি গবেষণা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০ থেকে ১৯৬০ এর দশকের মধ্যে। এ ক্ষেত্রে গবেষণা হয়েছে প্রধানত দু'টি ধারায়। একটি ধারায় দেখা হয়েছে উন্নয়নশীল বিশ্বের পদানত জনগোষ্ঠী কিভাবে পশ্চিমের সংস্কৃতিকে নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে সংমিশ্রিত করেছে। অন্যধারায় দেখা হয়েছে পশ্চিমের সংস্কৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে কিভাবে বেঁধে রাখা হয় যাতে তা সমস্ত সংস্কৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হতে না পারে। সাম্প্রতিক কালে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের যে বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে তা হল উত্তর-আধুনিকতা। আলভিন টফলারের Alvin Toffler মতে বর্তমানে আমরা যে

পরিবর্তন দেখছি তা শিল্প বিপ্লবের চেয়ে অনেক বড়, অনেক গভীর এবং অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এক বিপ্লব যা মানুষের ইতিহাসে এক বিশাল বিভাজন তৈরি করে দিচ্ছে।

সত্তরের দশকের শুরুতে দু'জন সমাজবিজ্ঞানী ডানিয়েল বেল Daniel Bell এবং আলাঁ তুরেঁ Alain Touraine এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, মানুষের ইতিহাসে এক নতুন সমাজ সৃষ্টি হয়েছে যাকে অভিহিত করা যায় উত্তর-শিল্প সমাজ হিসাবে। উত্তর-শিল্প সমাজের ভিত্তি হচ্ছে তথ্য ও জ্ঞান। এই সমাজে প্রস্তুত শিল্পের অবক্ষয় ঘটে, শ্রেণী কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। মূলধনের মালিক বা শিল্পপতিদের স্থান অধিকার করে নেয় পেশা ভিত্তিক ব্যবস্থাপক। উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটে।

ক্রমশ: উত্তর-শিল্প যুগের ধারণা থেকে তৈরি হয়েছে উত্তর-আধুনিকতার ধারণা। অনেক সমাজবিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদ এখন মনে করেছেন আমরা এক নতুন কালে প্রবেশ করেছি যাকে উত্তর-আধুনিক যুগ বলা যায়।এ এক প্রচন্ডভাবে দ্রুত পরিবর্তনের সময়। অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে সমাজের চেহারা। সমাজকে চেনা যাচ্ছে না। সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে, ভেঙ্গে পড়ছে আত্ন-পরিচিতি। মহৎ শিল্প এবং জনপ্রিয় হাল্কা শিল্পের মধ্যে থাকছে না কোন ভেদ রেখা। সমাজের যেন কোন তলদেশ নেই, নেই শিল্পের কোন গভীরতা। এমনকি ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ব্রদিলা Braudillard এর ভাষায় সমাজ বা সামাজিক বলে এখন কিছু নেই। উত্তর-আধুনিক যুগে সমাজের বদলে স্থান করে নিয়েছে সংস্কৃতি। মানুষের যৌথ অস্তিত্ব এখন নির্মিত হচ্ছে চিহ্ন দিয়ে। সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষের চৈতন্য এবং জীবন ধারাকে ক্রমশ: নিয়ন্ত্রিত করছে গণমাধ্যম। বিশ্বায়ণ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সমস্ত বিশ্ব এখন পরিবর্তিত হচ্ছে একটি গ্রামে এবং সমস্ত বিশ্ব জুড়ে সৃষ্টি হচ্ছে সাধারণ সংস্কৃতি।

ম্যাকগ্রু Mcgrew এর মতে বিশ্বায়ণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয় যার ফলে পৃথিবীর একটি স্থানের ঘটনা, সিদ্ধান্ত এবং কর্মকান্ড বিশ্বের অন্য প্রান্তেও ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের জন্য মারাত্নক প্রভাব তৈরি করতে পারে।

বিশ্বায়ণ একবারে নতুন কোন প্রক্রিয়া নয়। ধনতন্ত্রের জন্ম থেকে এ প্রক্রিয়া চলে আসছে। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বায়ণ বিস্ময়করভাবে দ্রুত গতি অর্জন করেছে। তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ এর প্রধান কারণ। বহুজাতিক সংস্থাগুলোর Transnational Corporations (TNC) ও আন্তর্জাতিক সংস্থার বিকাশ বিশ্বায়নের পেছনে কাজ করছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতন এবং মুক্ত বাজার ভাবাদর্শের বিজয় এ প্রতিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। তবে বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে সম্ভবত: সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে সংস্কৃতি, শিল্প এবং বিশেষ করে গণমাধ্যম।

কেউ কেউ বিশ্বায়ণের নেতিবাচক দিকের উপর জোর দিয়েছেন। তারা দেখছেন তথ্যপ্রবাহ এবং গণমাধ্যমের ভিতর দিয়ে পশ্চিম উন্নয়নশীল দেশের উপর সাংস্কৃতিক বা ভাবাদর্শাগত আধিপত্য বিস্তার করছে। একে বস্তুত: সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বলা যায়। সংস্কৃতিতাত্ত্বিক এডওয়ার্ড সাইদ Edward Said মনে করেন পশ্চিমের জ্ঞান-চর্চা, মহৎ সাহিত্য এবং শিল্পকলা পশ্চিমের সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে প্রতিফলিত করে। তিনি মনে করেন পশ্চিম নিজের স্বার্থে প্রাচ্যকে নির্মাণ করে। একে তিনি বলেছেন প্রাচ্যবাদ। পশ্চিমের জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান, জ্ঞানচর্চার রূপ ও গণমাধ্যম প্রাচ্যবাদকে তৈরী করেছে। গণমাধ্যমের সাম্রাজ্যবাদের বিষয়টি আরও গভীরভাবে দেখেছেন মার্কিন নয়া-মার্কসবাদী হাবার্ট শিলার Herbert Schiller। তাঁর মতে গণমাধ্যমের সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপতি এবং সামরিক নেতাদের বিশ্বকে কব্জা করবার অভিপ্রায় থেকে সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পপতিরা চেয়েছেন তাদের পণ্যের জন্য বিশ্বব্যাপী বাজার, সামরিক নেতারা চেয়েছেন বিশ্বজুড়ে তাদের সামরিক প্রভাব তৈরি করতে। এই উদ্দেশ্য সফল করতে গণমাধ্যম সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। গণমাধ্যম বহন করে পণ্যের

বিজ্ঞাপন এবং মানুষকে আকৃষ্ট করে নিষ্প্রয়োজনীয় পণ্য ভোগের দিকে। এক সময় করাচীতে দুধ প্রায় কিনতে পাওয়া যেত না, কিন্তু পাওয়া যেত বিশ্বের জনপ্রিয় সব কোমল পানীয়।

গণমাধ্যমের সাম্রাজ্যবাদকে বোঝার জন্য কিভাবে গুটি কয়েক বিশাল প্রতিষ্ঠান বিশ্বের গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রিত করছে তা দেখা প্রয়োজন।

টাইম-ওয়ার্নার হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান যার মূলধন অনেক উন্নয়নশীল দেশের মোট আয়ের বেশি। বিশ্বের কেব্‌ল-টেলিভিশন বাজারের সিংহভাগ এদের দখলে।

রুপার্ট মার্ডক Rupert Murdock এর নিউজ করপোরেশন লিমিটেড নিয়ন্ত্রিত করে বিশ্বের অনেক উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র এবং সংবাদপত্র বাজারের সবচেয়ে বড় অংশ।

রয়টার্স এখনও উন্নয়নশীল বিশ্বের সংবাদকে সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রিত করে।

সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রধানত: গণমাধ্যমের ভিতর দিয়ে পশ্চিম যে ভাবাদর্শগত আধিপত্য উন্নয়নশীল দেশে তৈরী করে তাকেই নির্দেশ করে।

এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্বজুড়ে মানুষ কি দেখছে, শুনছে এবং চিন্তা করছে। কেননা স্যাটেলাইট টেলিভিশন এখন বিস্তৃত হয়েছে শহরে, গ্রামে-গঞ্জে এবং সব ধরনের মানুষের বিনোদনের বাহন হয়ে পড়ছে।

এর ফলে টেলিভিশন হয়ে উঠছে সামাজিকীকরণে প্রধান বাহন। গণমাধ্যম শুধু বিনোদনের উৎস নয়, সূক্ষ্ম এবং জটিল প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তা আমাদের চিন্তা-ভাবনা এবং মূল্যবোধকে নির্মাণ করে। এই নতুন মূল্যবোধের নির্যাস হচ্ছে প্রচন্ড পণ্য ভোগের স্পৃহা। গণমাধ্যমের ভিতর দিয়ে ধনতন্ত্র তার পণ্য নিয়ে প্রবেশ করেছে সারা বিশ্বে এবং গভীরতর করছে তার শোষণকে।

এর বিপরীতে কোন সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন বিশ্বায়ণ কখনও স্থানীয় সংস্কৃতিকে একেবারে ধ্বংস করে দিতে পারবে না। জেরেমি টান্সটাল দেখিয়েছেন মার্কিন বহুজাতিক গণমাধ্যমের প্রভাব সত্ত্বেও অনেক দেশে স্থানীয় পর্যায়ে গণমাধ্যম শিল্প গড়ে উঠেছে। বোম্বে, মিশর, মেক্সিকো এবং ইতালীর ছায়াছবি শিল্প এর উদাহরণ। উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশে স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী। ফলে অনেকে মনে করছেন নতুন সংস্কৃতির আদল তৈরি হবে বিশ্ব এবং স্থানীয় সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা। এই নতুন শতাব্দী হবে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব এবং সমঝোতার কাল। সমাজবিজ্ঞানের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই প্রক্রিয়াকে যথাযথভাবে অনুধাবন করা।

সারাংশ

সংস্কৃতি বিকাশমান ও পরিবর্তনশীল। সময়ের প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতির পরিবর্তনই হচ্ছে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। নৃবিজ্ঞানের পরিসরে সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও সংস্কৃতি-গ্রহণ -এ দু'টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সংস্কৃতির বিকাশ জটিল ও বৈচিত্র্যময় হলেও এর মধ্যে বিন্যাস ও নিয়ম কাজ করে থাকে এবং বিবর্তনের ধারাকে চিহ্নিত করা যায়।

১৯৩০ হতে ১৯৬০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংস্কৃতি-গ্রহণ গবেষণায় দু'টি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি ধারায় রয়েছে উন্নয়নশীল বিশ্বের পদানত জনগোষ্ঠী পশ্চিমের সংস্কৃতিকে নিজেদের সংস্কৃতির মধ্যে সংমিশ্রণ এবং অপরটিতে দেখা হয়েছে পশ্চিমের সংস্কৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে বেঁধে রাখা।

সাম্প্রতিক কালে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের যে বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে তা হল উত্তর-আধুনিকতা। অনেক সমাজবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ মনে করছেন আমরা এক নতুন কালে প্রবেশ করেছি যাকে বলা যায় উত্তর-আধুনিক যুগ। এ এক প্রচন্ড ভাবে দ্রুত পরিবর্তনের সময়। দ্রুত বদলে যাচ্ছে সমাজের চেহারা, ভেঙ্গে পড়ছে সামাজিক কাঠামো ও আত্ন-পরিচিতি। এ যুগে সমাজের বদলে স্থান করে নিয়েছে সংস্কৃতি। বিশ্ব জুড়ে মানুষের চৈতন্য ও জীবনধারাকে ক্রমশ: নিয়ন্ত্রিত করছে গণমাধ্যম। বিশ্বায়ণ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সমগ্র বিশ্ব এখন পরিবর্তিত হচ্ছে একটি গ্রামে এবং সমস্ত বিশ্ব জুড়ে সৃষ্টি হচ্ছে সাধারণ সংস্কৃতি। বিশ্বায়ণ একে বারে নতুন কোন প্রক্রিয়া নয়।

ধনতন্ত্রের উদ্ভব থেকেই চলে আসছে এ প্রক্রিয়া এবং সাম্প্রতিক কালে বিস্ময়করভাবে অর্জন করেছে দ্রুত গতি। তথ্য প্রযুক্তির বিকাশই এর প্রধান কারণ। এ বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে সম্ভবত: সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে সংস্কৃতি, শিল্প এবং বিশেষ করে গণমাধ্যম। কেউ কেউ এর নেতিবাচক দিককে গুরুত্বারোপ করে নামকরণ করেছেন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয়টি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত কারা চর্চা করতেন?

ক. সমাজবিজ্ঞানীরা　　খ. নৃবিজ্ঞানীরা
গ. রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা　　গ. উপরে উল্লেখিত সবাই

২. পশ্চিমের সাম্প্রতিকালের সমাজকে বলা হয় কি সমাজ?

ক. আধুনিক সমাজ　　খ. সাম্প্রতিক সমাজ
গ. পূর্ব-আধুনিক সমাজ　　ঘ. উত্তর-আধুনিক সমাজ

৩. নিচের কোন জন সংস্কৃতি তাত্ত্বিক?

ক. এডওয়ার্ড সাইদ　　খ. হাবার্ট স্পেনসর
গ. অগ্যস্ত্ কঁৎ　　ঘ. কেউ নয়

৪. পশ্চিমের কোনগুলো প্রাচ্যবাদকে তৈরী করেছে?

ক. জ্ঞান-চর্চার প্রতিষ্ঠান　　খ. জ্ঞান-চর্চার রূপ
গ. গণমাধ্যম　　ঘ. সবগুলো

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কিভাবে এবং কেন সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয় ?
২. বিশ্বায়ণ ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝেন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সাংস্কতিক পরিবর্তন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।
২. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বলতে কি বোঝেন? সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি গ্রহণ আলোচনা করুন।